ইউনিট ১

গৃহ ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা ও গৃহ ব্যবস্থাপকের গুণাবলি

ভূমিকা

মানুষের ব্যক্তিগত ও দলগত জীবনধারার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার অস্তিত্ব বিদ্যমান। আমাদের জীবনযাত্রার বিভিন্ন পদক্ষেপে ব্যবস্থাপনা ব্যাপারটি ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে আছে। একটি গৃহ হল তার সদস্যদের সবরকম সুখ-দুঃখ, নিরাপত্তা ও ভালমন্দের স্থান এবং সবরকম চাহিদা পূরণের কেন্দ্র। এই গৃহ তথা পরিবার নামের প্রতিষ্ঠানটি চালাতে ব্যবস্থাপনার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। গৃহের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকে যুগ্মভাবে গৃহকর্তা ও গৃহিণী। তবে ব্যবস্থাপনার সিংহভাগ দায়িত্ব বহন করতে হয় গৃহিণীকে। এই দায়িত্বভার বহন করতে একজন গৃহ ব্যবস্থাপককে বিভিন্ন গুণের অধিকারী হতে হবে।তার সুব্যবস্থাপনার জন্য গড়ে ওঠে পারিবারিক সুখ ও সমৃদ্ধি।

এ ইউনিটের বিষয়বস্তুকে ২টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে

- পাঠ-১.১ : গৃহ ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা
- পাঠ-১.২ : গৃহ ব্যবস্থাপকের গুণাবলি

পাঠ ১.১

গৃহ ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ব্যবস্থাপনা ধারণাটির ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- গৃহ ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- গৃহ ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা ধারণা কাঠামোর সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- গৃহ ব্যবস্থাপকের বিভিন্ন গুণাগুণ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

একজন মানুষ তার কাঙ্ক্ষিত বা নির্বাচিত লক্ষ্যসমূহ অর্জন করার জন্য পরিকল্পনা বা কর্মসূচি প্রণয়ন করে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, পরামর্শ ও যোগাযোগ রক্ষা করে, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে কাজের ভালোমন্দ যাচাই করে। তার এসব কার্যকলাপের মধ্যে ব্যবস্থাপনার প্রতিফলন ঘটে। তাই ব্যবস্থাপনার অর্থ বুঝতে হলে নিজের জীবনযাত্রার কার্যকলাপের সাথে ব্যবস্থাপনাকে সম্পৃক্ত করতে হবে। তবেই জীবনে সাফল্য অজর্ন সহজতর হবে।

গৃহ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমে আমাদের ব্যবস্থাপনার অর্থ কি সে সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।

ব্যবস্থাপনা কী?

সাধারণ অর্থে ব্যবস্থাপনা বলতে যা বোঝায় তা হল আমরা যা চাই তা অর্জন করার জন্য আমাদের যা কিছু আছে, তা সঠিকভাবে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কতকগুলো ধারাবাহিক কর্মপন্থা অনুসরণ করার কৌশল।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্যবস্থাপনা হচ্ছে এমন একটি নির্ধারিত প্রক্রিয়া যা দিয়ে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য স্থির করা হয় এবং সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে সেই লক্ষ্য অর্জিত হয়।

ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে উল্লিখিত সংজ্ঞার আলোকে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিষয় তিনটি হল (১) আমরা যা চাই অর্থাৎ আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য (২) আমাদের যা কিছু আছে অর্থাৎ আমাদের যা সম্পদ আছে, (৩) ধারাবাহিক কর্মপন্থা অর্থাৎ লক্ষ্য স্থির, পরিকল্পনা প্রণয়ন, সংগঠন সমন্বয় সাধন ও মূল্যায়ন করা। এগুলো ধারাবাহিক এজন্য যে, প্রত্যেকটি কর্মপন্থা পর্যায়ক্রমে অনুসরণ করতে হয়। যেমন, কোন কাজ কারতে গেলে প্রথম ধাপে সে কাজের একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা থাকতে হবে। দ্বিতীয় ধাপে পরিকল্পিত কাজগুলোকে সংগঠিত উপয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তৃতীয় বা শেষ ধাপে কাজের ফলাফল যাচাই করে দেখতে হবে যে কাজটি কতটা সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে। অর্থাৎ নির্ধারিত লক্ষ্য কতটুকু অর্জন করতে পেরেছে। কর্মপন্থাগুলোর প্রতিটি ধাপেই সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের প্রয়োজন রয়েছে। ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম শেষ হলে পুনরায় নতুন উদ্দেশ্য স্থির হয় এবং তা অর্জনের জন্য ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম নতুন করে শুরু হয়।

আলোচ্য বক্তব্য থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ব্যবস্থাপনার মূল কথা হল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা এবং নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য কতকগুলো ধারাবাহিক কাজ সম্পন্ন করা। ব্যবস্থাপনার এই ধারণা থেকে আমরা গৃহ ব্যবস্থাপনার অর্থ সহজেই অনুমান করতে পারি।

গৃহ ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা

যেকোন প্রতিষ্ঠান চালাতে যেমন ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন অপরিহার্য তেমনি পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটি চালাতে ব্যবস্থাপনার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। একটি পরিবারকে তার সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে পরিবার কতকগুলো কর্মসম্পাদন করে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট হয়। একজন ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে যেখানে কতকগুলো লোক একটি সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংঘবদ্ধ হয় সেখানেই ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন হয়। তাই পরিবার সচেতন ভাবে হোক বা অবচেতন ভাবেই হোক ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করে।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গার্হস্থ্য অর্থনীতিবিদ গৃহ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। ভাষাগত দিক থেকে আলাদা হলেও তাত্ত্বিক দিক থেকে সংজ্ঞাগুলোর বক্তব্য একই।

নিকেল ও ডরসী গৃহ ব্যবস্থাপনাকে পারিবারিক জীবন যাপনের প্রশাসনিক দিক বলে অভিহিত করেন। তারা বলেন যে, পারিবারিক লক্ষসমূহ অর্জনের জন্য মানবীয় ও বস্তুবাচক সম্পদসমূহের ব্যবহারে পরিকল্পনা, সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়ন করাকে এক কথায় গৃহ ব্যবস্থাপনা বলে।

গ্রস ও ক্রান্ডেলের মতে, গৃহ ব্যবস্থাপনা হল সম্পদ ব্যবহারে কতকগুলো কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করা। পদ্ধতিগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও ধারাবাহিক। ব্যবস্থাপনাকে তখনই কার্যকর বলা যাবে যখন সব পদ্ধতিগুলো ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করা হবে। তারা আরও অভিমত দেন যে ব্যবস্থাপনার আরেক নাম সিদ্ধান্ত গ্রহণ যার মাধ্যমে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করে লক্ষ্য অর্জন করা যায়।

রাইস মনে করেন যে চাহিদার পরিতৃপ্তি হল লক্ষ্য অর্জন। তিনি বলেন যে, পরিবার তার চাহিদার পরিতৃপ্তির জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পদকে ব্যবহার করে পারিবারিক কল্যাণ সাধন করে।

আবার অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে গৃহ ব্যবস্থাপনা হল একটি ধারাবাহিক গতিশীল প্রক্রিয়া যাতে প্রয়োজন রয়েছে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং যা কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা চাহিদাকে কেন্দ্র করে সম্পন্ন করা হয়।

উল্লিখিত সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করলে গৃহ ব্যবস্থাপনার যে মূল বক্তব্য দাঁড়ায় তা হল- পারিবারিক লক্ষ্য অর্জন বা চাহিদা পূরণের জন্য পারিবারিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে কতকগুলো কর্মপদ্ধতি পর্যায়ক্রমে অনুসরণ করাকে এক কথায় গৃহ ব্যবস্থাপনা বলে। পদ্ধতিগুলো হল পরিকল্পনা করা, পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নের জন্য সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণ করা ও সবশেষে সমস্ত কাজের মূল্যায়ন করা।

আমরা তো পরিবারে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নানান কাজে নিয়োজিত থাকি। এগুলোকে ব্যবস্থপনা বলা ভুল হবে। ব্যবস্থাপনা বলা যায় তখনই যখন পরিবারের সকলে মিলে তাদের ব্যক্তিগত ও দলীয় কর্মকান্ডে সঠিক ও সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তাদের যা সম্পদ আছে তার সুষ্ঠু ব্যবহার করে সর্বাধিক তৃপ্তি লাভ করে।

অপর পৃষ্ঠায় গৃহ ব্যবস্থাপনার সংজ্ঞা একটি কাঠামোর সাহায্যে দেখানো হল।

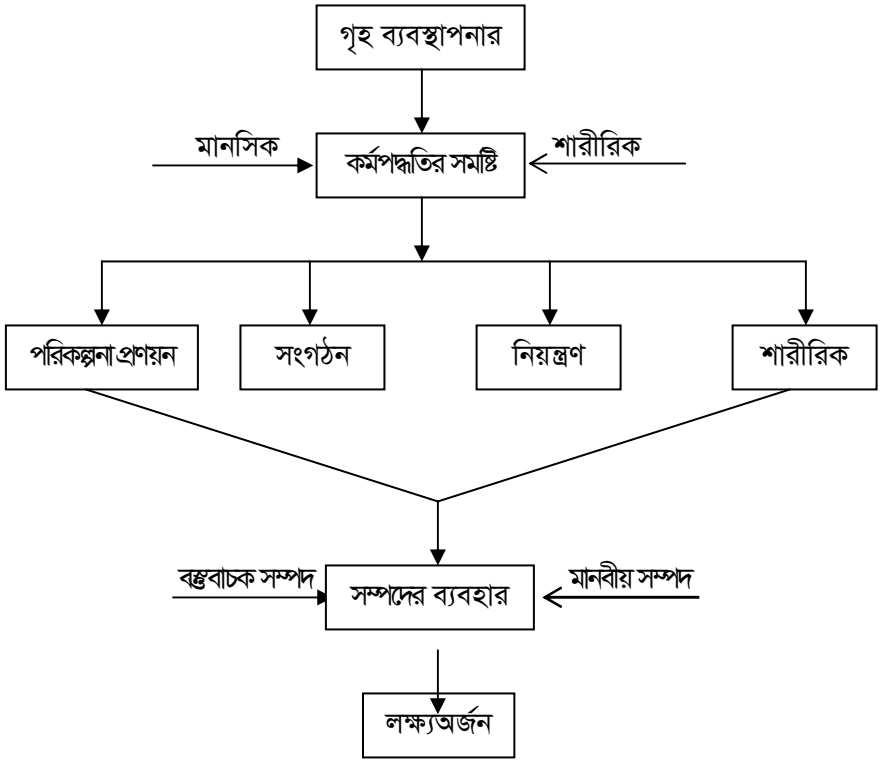

চিত্র **১.১** ঃ গৃহ ব্যবস্থাপনার ধারণা কাঠামো

সারাংশ

পারিবারিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য পারিবারিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে কতকগুলো কর্মপদ্ধতি পর্যায়ক্রমে অনুসরণ করাকে এক কথায় গৃহ ব্যবস্থাপনা বলা হয়। পদ্ধতিগুলো হচ্ছে পরিকল্পনা প্রণয়ন, সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়ন।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. গৃহ ব্যবস্থাপনাকে কি বলা হয়?
   (ক) সামাজিক জীবনের প্রশাসন ব্যবস্থা (খ) পারিবারিক জীবনের প্রশাসন ব্যবস্থা
   (গ) রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রশাসন ব্যবস্থা (ঘ) নাগরিক জীবনের প্রশাসন ব্যবস্থা

২. গৃহ ব্যবস্থাপনা ইঙ্গিত করে কোনটির?
   (ক) রান্না-বান্না কৌশল (খ) গৃহ সজ্জার কৌশল
   (গ) লক্ষ্য অর্জনে সম্পদ ব্যবহারের কৌশল (ঘ) শিশুদের লালন পালনের কৌশল

৩. গৃহ ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি কোনটি?
   (ক) আসবাবপত্র বিন্যাস (খ) সন্তানের লালন পালন
   (গ) রান্না-বান্না করা (ঘ) পরিকল্পনা প্রণয়ন করা

ডান পাশের শব্দের সাথে বাঁ পাশের বাক্যের মিল করুন

১. সম্পদ ব্যবহারে কতকগুলো কর্মপদ্ধতি প্রশাসনিক দিক
২. গৃহ ব্যবস্থাপনা পারিবারিক জীবনের গতিশীল প্রক্রিয়া
৩. গৃহ ব্যবস্থাপনা হল একটি ধারাবাহিক ব্যবস্থাপনা

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ব্যবস্থাপনা ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন।
২. গৃহ ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝেন? একটি ধারণা কাঠামোর সাহায্যে বর্ণনা করুন।
৩. গৃহ ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিগুলোর নাম উল্লেখ করুন।

উত্তরমালা ঃ

১। খ ২। গ ৩। ঘ

মিল করুন ঃ ১। ব্যবস্থাপনা ২। প্রশাসনিক দিক ৩। গতিশীল প্রক্রিয়া

পাঠ ১.২

গৃহ ব্যবস্থাপকের গুণাবলি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- গৃহ ব্যবস্থাপকের কি কি গুণের অধিকারী হতে হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- গৃহ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একজন ব্যবস্থাপকের গুণাবলি কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- গৃহ ব্যবস্থাপকের মধ্যে বিভিন্ন গুণের অভাব থাকলে কি ধরনের অসুবিধা হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- গৃহ তথা পরিবারের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির সাথে এই গুণাবলির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।

একটি পরিবার তথা একটি গৃহের একজন ব্যবস্থাপক বর্তমান পরিবর্তনশীল জটিল জীবনযাত্রায় সীমিত সম্পদের ব্যবহার করে কিভাবে চাহিদা মেটানো যায় তার ব্যবস্থা করতে পারেন। অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় পরিবেশের মধ্যে অবস্থান করে তিনি পরিবারকে সঠিক ও সুন্দর জীবনযাত্রার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেন। এর জন্য প্রয়োজন সম্পদের ব্যবহারে সুস্পষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ। গৃহস্থালির প্রতিটি ক্ষেত্রে যেমন-খাদ্যের ব্যবস্থা, বাসগৃহের রক্ষণাবেক্ষণ, সন্তান লালন-পালন ও তাদের লেখাপড়া, পোশাক পরিচ্ছদ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা, সামাজিকতা রক্ষা করা ইত্যাদি ব্যাপারে গৃহিণীর সুব্যবস্থাপনার জন্য গড়ে ওঠে পারিবারিক সুখ ও সমৃদ্ধি। আর এ সুব্যবস্থাপনা বা দক্ষ ব্যবস্থাপনার জন্য একজন গৃহ ব্যবস্থাপককে বহুমুখী গুণের অধিকারী হতে হয়। একজন গৃহ ব্যবস্থাপকের যেসব গুণাবলি থাকা প্রয়োজন তা নিচে আলোচনা করা হল।

মানুষের প্রকৃতি ও আচরণ সম্পর্কে জ্ঞান

পরিবারে বিভিন্ন বয়সের ও বিভিন্ন লিঙ্গের সদস্যরা বসবাস করে। এসব সদস্যদের মধ্যে আবার বিভিন্ন সম্পর্ক রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তির সমাবেশ দেখা যায়।তাদের সবার প্রকৃতি, আচরণ, স্বভাব, মেজাজমর্জি, পছন্দ-অপছন্দ একরকম হয় না। তাই সবার সাথে সুষ্ঠু যোগাযোগ রক্ষা করতে হলে তাদের আচরণগত বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে জ্ঞান থাকা একজন ব্যবস্থাপকের একান্ত জরুরি। সংসারে যাদের সমাগম বেশি তাদের মনমানসিকতা সম্পর্কে গৃহ ব্যবস্থাপকের ধারণা থাকতে হবে। এতে সংসারে মনোমালিন্য দূর হয় এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে। বিভিন্ন কাজে সবার সহযোগিতা পেতে হলে তাদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, ক্ষমতা ও দক্ষতা সম্পর্কে ব্যবস্থাপকের জানা প্রয়োজন। তিনি তার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে এই জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। যখন সংসারের কাজকর্মের ভার বন্টন করা হয় তখন ব্যবস্থাপক অবশ্যই কর্মীর বয়স, ক্ষমতা, স্বভাব, দক্ষতা, বিচার বুদ্ধি ইত্যাদি বিবেচনা করবেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সংসারে এমন অনেক সদস্য আছে যাদের সাথে আদেশের সুরে কথা বললে ফলাফল হয় উল্টো। বরং তাদের একটু তোষামদ বা আদরের সুরে আদেশ নির্দেশ প্রদান করলে শুভ

ফলাফল পাওয়া যায়। কাজেই একটি পরিবারের বিভিন্ন কাজকর্ম সুনিপুণভাবে সম্পন্ন করতে গৃহ ব্যবস্থাপককে মানুষের প্রকৃতিগত ও আচরণগত বৈশিষ্ট্যের দিকে সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিতে হয়।

বুদ্ধিমত্তা

একজন গৃহ ব্যবস্থাকের প্রয়োজনীয় গুণাবলির মধ্যে বুদ্ধিমত্তা একটি প্রধান গুণ।গৃহ ব্যবস্থাপনায় তার বুদ্ধিমত্তার কথা প্রথমেই আসে। স্বাভাবিক বুদ্ধি না থাকলে একজন গৃহিণীর বা একজন গৃহ ব্যবস্থাপকের পক্ষে কোন কাজ ঠিকমত করা সম্ভব না। মানুষের কতকগুলো সূক্ষ্মত্তির সমন্বয়ে বুদ্ধি গড়ে ওঠে। কোন বিষয়ে গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং এর সম্ভাব্য পরিণতি বা ফলাফল সম্বন্ধে সচেতন হয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে গৃহ ব্যবস্থাপকের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়া প্রয়োজন। যেকোন পরিস্থিতি ও সমস্যার মোকাবিলা করতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় বুদ্ধির গুণে। সংসারের বিভিন্ন কর্মকান্ডের যেমন পরিবারের আয় ব্যয়ের হিসাব রাখা, ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা, প্রয়োজনীয় গৃহ সামগ্রী ক্রয় করা, সন্তানদের সঠিক পথে পরিচালনা করা ইত্যাদি কাজের দায়িত্ব প্রধানত গৃহকর্তা ও গৃহিণীর। তারা বুদ্ধিহীন হলে সংসারই অচল। এছাড়া ব্যবস্থাপকের বুদ্ধির জোরেই অনেক জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করা সম্ভব এবং এর ফলে ব্যবস্থাপনার সাফল্যও আশা করা যায়।

বিচার শক্তি

কোন বিষয় বা পরিস্থিতির ভালো-মন্দ যাচাই এবং বিচার বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করার ক্ষমতাকে বিচারশক্তি বলে। একজন গৃহ ব্যবস্থাপকের ভালো মন্দ বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। তার বিচারশক্তির মান বাড়াতে হলে তাকে অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষন ক্ষমতা বাড়াতে হবে। সাংসারিক খুঁটিনাটি ব্যাপার থেকে শুরু করে জটিল ব্যাপারগুলোর সমাধান সহজ হয় যদি গৃহ ব্যবস্থাপকের সূক্ষ্ম বিচার ক্ষমতা থাকে। পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের প্রয়োজন ও চাহিদা কিভাবে মেটানো যায়, কি ভাবে পরিবারের নিরাপত্তা রক্ষা করা যায়, বিপর্যয়ের মোকাবিলা কি উপায়ে সম্ভব ইত্যাদি ক্ষেত্রে গৃহিণী তথা গৃহ ব্যবস্থাপকের দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হয়। সঠিক বিচার বিশ্লেষণ ও বিবেচনার অভাবে অনেক সময় সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান তো হয়ই না বরং সমস্যা আরও জটিল হয়ে যায়। তাই একজন গৃহ ব্যবস্থাপকের বিচার শক্তির প্রভাব সংসারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ধৈর্য ও সহনশীলতা

ধৈর্য সহকারে কোন কাজের লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টাকে অধ্যবসায় বলে। ধৈর্য সহকারে এবং অধ্যবসায়ের সাথে কাজে অগ্রসর হওয়া গৃহ ব্যবস্থাপকের একটি বিশেষ গুণ। সেই সাথে প্রয়োজন নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও সহিষ্ণুতা। সংসারে ছোট বড় সব ধরনের কর্মকান্ডের সুফল আনতে এগুলোর প্রয়োজন হয়। ধৈর্য ও সহ্যশক্তির অভাবে কাজের সফলতা ব্যর্থ হয়। ব্যবস্থাপক অস্থির চিত্তের হলে কাজ এলোমেলো হয়ে যায়। তাই স্থিরচিত্তে ধৈর্য সহকারে প্রচেষ্টা চালাতে হয়। এভাবে সংসারের নানান কাজের পরিসমাপ্তি সুন্দর ও সফল হয়। "বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা. বিপদে আমি না যেন করি ভয়" এই নিয়ে গৃহব্যবস্থাপককে কাজে অগ্রসর হতে হবে।

আত্মসংযম

পরিবারের যিনি ব্যবস্থাপক তাকে বিভিন্ন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়।এক্ষেত্রে তার সংযমী হওয়া একটি বিশেষ গুণ। সংসারে নানারকম বিপদে-আপদে, নিজেকে সংযত রাখার ক্ষমতা অর্জন করতে হয়। পারিবারিক সংকটকালে সংযমের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা একজন গৃহ ব্যবস্থাপকের প্রধান দায়িত্ব। ব্যবস্থাপক তার আত্মসংযম দিয়ে পরিবারের সবার সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে পারিবারিক সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পারে। গৃহ ব্যবস্থাপকের কথায়

কথায় রাগ দুঃখ প্রকাশ করা শোভনীয় নয়। এতে হিতে বিপরীত হয়ে যায়। সংসারে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং অশান্তি দেখা দেয়। কাজেই তিনি যদি নিজেকে সংযত রেখে পরিস্থিতি সামাল দেন তবে সংসারে শান্তি ও স্বস্তি বজায় রাখা সম্ভব হয়।

উৎসাহ ও উদ্দীপনা

কোন কাজে উৎসাহী হওয়া এবং অন্যকে উৎসাহ প্রদান করা উভয়ই ব্যবস্থাপকের একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ। এর ফলে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মাঝে মেধা ও যোগ্যতা প্রকাশ করার সুযোগ ঘটে। শুধু তাই নয়, এর ফলে সবার আত্মবিশ্বাসও বেড়ে যায়। পরিবারের কর্তা এবং গৃহিণীর উৎসাহী মনোভাবের ফলে সদস্যরা তাদের কাজে কৃতকার্যতার সাথে অগ্রসর হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পরিবারে কোন ছেলে বা মেয়ের গানের গলা ভালো এবং তার আগ্রহও আছে। এক্ষেত্রে তাকে নিরুৎসাহী না করে বরং একজন ভালো গায়ক-গায়িকা হতে তার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তোলার জন্য উৎসাহ প্রদান করতে হবে।পরিবারে সকলের কাজেকর্মে উৎসাহ দেয়া গৃহ ব্যবস্থাপকের অন্যতম গুণ।

অভিযোজ্যতা বা খাপ খাওয়ানো

জীবন পথে নানা রকম পরিবেশ, নানা রকম পরিস্থিতি ও অবস্থার সাথে নিজেকে মানিয়ে চলার ক্ষমতা একটি বিশেষ গুণ। এর জন্য প্রয়োজন মনের উদারতা ও প্রসারতা। উদার মনোভাব নিয়ে একজন গৃহিণী তথা ব্যবস্থাপককে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে হয়। সংসারে নানা রকম পরিস্থিতিতে নানা ধরনের ঘটনা ও সমস্যার উদ্ভব হয়। এ সব অবস্থায় একজন গৃহিণীকে সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে হয়। উদার মনোভাব নিয়ে সব পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়াতে না পারলে তখনই দেখা দেয় দ্বন্দ্ব। উদাহরণস্বরূপ, একজন গৃহ ব্যবস্থাপককে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করতে হয় যেমন, একজন গৃহিণী অফিসে চাকরিজীবী, সংসারে স্ত্রী, মা-শাশুড়ি-এ অবস্থায় তাকে একসঙ্গে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করতে হলে মনের সংকীর্ণতা দূর করে উদার মনের পরিচয় দিতে হয়। মেনে নিতে হয় বিভিন্ন পরিবর্তন। এছাড়া বর্তমান পরিবর্তনশীল সমাজের সাথে পারিবারিক জীবনযাত্রার ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য একজন গৃহ ব্যবস্থাপকের বিভিন্ন অবস্থার সাথে খাপ খাওয়ানোর গুণ থাকা একান্ত প্রয়োজন।

দায়িত্বশীলতা

ব্যবস্থাপক হিসেবে একজন গৃহিণীর দায় দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ হওয়া প্রয়োজন। সংসারের প্রায় সব কাজের দায়ভার তার উপর ন্যস্ত থাকে। কিন্তু তিনি যদি তার দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন থাকেন, তাহলে এর ফল ভোগ করতে হয় গোটা পরিবারকে। তার উপর নির্ভর করে গোটা পরিবারের সুখ-শান্তি।

কর্মঠ ও উদ্যোগ

পরিবারের বিভিন্ন কর্মকান্ডে একজন ব্যবস্থাপককে উদ্দ্যোক্তা হিসেবে ভূমিকা পালন করতে হবে। সংসারে অনেক কাজ উদ্যোগের অভাবে পড়ে থাকে। তাকে কর্মঠ হতে হবে। কর্মঠ হতে হলে তাকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে। গৃহের যিনি কর্ণধার তিনি যদি সবসময় অসুস্থ ভাব নিয়ে থাকেন তবে তার প্রতিক্রিয়া পড়ে পরিবারের সবার উপর। সাধারণত ব্যবস্থাপক কর্মঠ হলে তার অন্যান্য কর্মীরা অর্থাৎ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা কর্মঠ হতে চেষ্টা করে। এবং তাদের দায়িত্বজ্ঞানও বাড়ে।

ব্যক্তিত্ব

বুদ্ধি, অহংবোধ, বিনয়, অধ্যবসায়, বিচার শক্তি, যোগ্যতা প্রভৃতি মানবীয় গুণের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব। অর্থাৎ সব গুণের সমষ্টিই হল ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তির নিজস্ব স্বকীয়তাই তার ব্যক্তিত্ব। সুন্দর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিকে সবাই মান্য করে, শ্রদ্ধা করে ও ভালোবাসে। ব্যবস্থাপক তার মধুর ব্যক্তিত্বের গুণে সংসারে ছোটবড় সবার সাথে সদ্ভাব গড়ে তোলেন। ব্যক্তিত্ব বজায় রাখার অর্থ এই নয় যে, সে কথা কম বলবে, গম্ভীর থাকবে। বরং সবার সাথে সদা হাসিখুশিভাবে মিলে মিশে থাকার যোগ্যতা তার থাকতে হবে।

সারাংশ

দক্ষ ব্যবস্থাপনার জন্য একজন গৃহ ব্যবস্থাপকের বিভিন্ন গুণের অধিকারী হতে হয়। তার সফল ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভর করে পরিবারের সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি। একজন ব্যবস্থাপকের যে কার্যাবলি রয়েছে সেগুলো সম্পাদনের জন্য এবং যে গুরু দায়িত্ব তার উপর অর্পিত আছে সেগুলো পালনের জন্য তাকে অবশ্যই কতকগুলো গুণের অধিকারী হতে হয়। গুণগুলো হল মানব প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান, বিচার বুদ্ধি, সৃজনশীলতা, সংযম, অভিযোজ্যতা, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১. সংসারের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে গৃহ ব্যবস্থাপকের কি করা উচিত?
   (ক) সংসারে সদস্যদের আলাদা করা (খ) সদস্যদের মনমানসিকতা বোঝার চেষ্টা করা
   (গ) সদস্যদের সবসময় শাসন করা (ঘ) সদস্যদের জন্য অর্থ ব্যয় করা

২. একজন গৃহ ব্যবস্থাপকের বুদ্ধিমত্তা কীভাবে প্রকাশ পায়?
   (ক) পর্যবেক্ষণক্ষমতা, বোধশক্তি, চিন্তাশক্তি ইত্যাদি সুকুমারবৃত্তি গুণের সমন্বয়ে
   (খ) রাজনৈতিক চিন্তাচেতনাতে
   (গ) সমাজের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণে
   (ঘ) বন্ধুবান্ধবদের সাথে মেলামেশাতে

৩. সংসারে ভাঙ্গন দেখা দেয় বিশেষ করে কোন গুণের অভাবে?
   (ক) সৃজনশীলতার অভাবে (খ) সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে
   (গ) অভিযোজ্যতা গুণের অভাবে (ঘ) ব্যক্তিত্বের অভাবে

৪. সংসারে মানবিক সম্পর্ক বজায় রাখতে কি প্রয়োজন হয়?
   (ক) উৎসাহ উদ্দীপনা (খ) আত্মসংযম
   (গ) ব্যক্তিত্ব (ঘ) অধ্যবসায়

৫. কোন গুণ গৃহিণীর সহ্য শক্তির পরিচয় দেয়?
   (ক) ঘর গুছানো (খ) রান্না করা
   (গ) চাকরি করা (ঘ) আত্মসংযম

রচনামূলক প্রশ্ন